দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUN. 24 1999

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

344

স্কুল-কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থায় কয়েকটি জীবন্ত চিত্র

শিক্ষাঙ্গনের অন্তর্ভুক্ত স্কুল-কলেজ একটি পবিত্র স্থান। এখানেই বিকশিত হয় আগামী দিনের নাগরিকদের জীবন। এখানে জ্ঞানের আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে এবং জ্ঞানের অনাবিল সাধনায় শিক্ষার্থীরা নিয়োজিত হয়। পরবর্তীকালে জাতি লাভ করে নির্ভরশীল উত্তরাধিকার। কিন্তু বর্তমানে এদেশের স্কুল-কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থায় মানের অনেকটা অধঃপতন লক্ষণীয়। নিম্নে দু'একটি কারণ আলোকপাত করা হলো ঃ

প্রথমত, এদেশের স্কুল-কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা গেলানো হয়, তারা তা হজম করতে পারুক আর না পারুক। এর ফলে কত ছেলেমেয়ের সুস্থ সরল মন যে শুকিয়ে যাচ্ছে তা বলা কঠিন।

দ্বিতীয়ত, আমরা সকলেই জ্ঞাত যে স্কুল-কলেজের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের নোট দেন আর তারা সেই নোট মুখস্থ করে। অতঃপর তা পরীক্ষায় খাতায় উদ্‌গীরণ করে সাফল্যলাভ করে। এ সাফল্যে, সমাজ তাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে পারে, বাহ্‌বা দিতে পারে। কিন্তু তারা কি আদৌ জানেন যে, 'পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়'। আমরা ভাবি যে, পাস করলে দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়বে, কিন্তু আমরা স্বীকার করি না যে, পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়।

তৃতীয়ত, আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রকৃত শিক্ষার অভাব। নোট মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাস করলে তাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা যায় না। প্রকৃত শিক্ষার্থী তারাই যারা জ্ঞানের রাজ্যে আত্মার বিকাশের পথে নিজেদেরকে পরিচালিত করে শিক্ষা অর্জন করে।

পঞ্চমত, স্কুল-কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধুই টাকার খেলা। বিভিন্ন সময় ছাত্রদের নিকট হতে বিভিন্নভাবে টাকা আদায় করা হয় তা স্কুল রঙ করার জন্য কিংবা মসজিদ। হলরুম, জরিমানা ইত্যাদির জন্যই হোক। অপরদিকে শিক্ষা ব্যবস্থার মানের ও অনেকটা অধঃপতন। তাই এই অপ্রীতিকর অবস্থায় দাঁড়িয়ে কোন সচেতন নাগরিক তার সন্তানকে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকালে যা দেখবেন তা নিশ্চয়ই সুখপ্রদ নয়।

মোঃ মতিউর রহমান
৪৯, সোবহানবাগ, মিরপুর রোড,
ঢাকা-১২০৭